আমাদের দরজা সবার জন্য খোলা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের তারীকা, নাকশবান্দী তারীকা, সবার জন্য খোলা। আমাদের কাছে যারা আসে তাদের কারও জন্য আমাদের কোন বাঁধা নেই, তাই আমরা তাদের নিষেধ করি না। এটি আল্লাহ্‌র দরজা। এটি যেই আসে তার জন্যই খোলা। এরকমই আদেশ। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে বলেছেন, "সবাইকে জানাও"। যে আসবে তাকেই তুমি গ্রহণ করবে।

عَاتَبَنِي رَبِّي

"আতাবানি রাব্বি", বলেছেন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ)। তিনি বলতেন, "স্বাগতম হে তোমাকে যার জন্য আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাকে সম্বোধন করেছেন"। একটি সুরা নাযিল হয়েছিল উনাকে জিজ্ঞেস করে কেন উনি সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করেননি বা বেশি মনোযোগ দেননিঃ

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَن جَاءهُ الْأَعْمَى

"আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা, আন জা'আহুল আমা" (সুরাহ আবাসাঃ ১-২)। "নাবী মুখ গোমড়া করলেন এবং ঘুরিয়ে নিলেন কারণ উনার কাছে এসেছিল একজন অন্ধ ব্যক্তি [উনার কথায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে]"। যখন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কুরাইশদের অবিশ্বাসীদের সাথে কথা বলছিলেন তাদের পথ ঘোরানোর জন্য, আমি ভূলে গেছি সেই সাহাবার নাম ঠিক কি ছিল, কিন্তু একজন অন্ধ ব্যক্তি আসেন। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করতে চান। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) যখন তাদের সাথে কথোপকথন করছিলেন তখন তিনি সেই অন্ধ ব্যক্তিকে উপেক্ষা করেন কারন কুরাইশদের নেতারা ইসলামে আসলে অনেকে তাদের সাথে ইসলামে প্রবেশ করবে। এবং আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে সাবধান করেন।

তাই যখনই সেই অন্ধ ব্যক্তি আসত, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলতেন, "হে সেই ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সম্বোধন করেছেন, স্বাগতম।" তাই আমাদের সেই বিলাসিতা নেই যে একজনকে গ্রহণ করব আর একজনকে গ্রহন করব না। যেই আসুক না কেন, সবাই স্বাগতম। যারাই

চলে যায়, আমরা তাদেরকে ধরে রাখতে পারবো না। এটি আল্লাহ্‌র দরজা। যারা আসার তারা আসবে, যাদের থাকার তারা থাকবে আর যাদের চলে যাবার তারা চলে যাবে।

অতঃপর আরেকটি ব্যাপার আছে। তারা বলে, "শেইখ মাওলানা (কাঃসিঃ) কিভাবে এসব লোকদের গ্রহণ করতে পারে? তারা ফাসিক, তারা এটা, তারা সেটা"। যেরকমটি আমরা বলেছি, আমাদের দরজা আল্লাহ্‌র দরজা এবং এটি বন্ধ করার নয়। যেই আসতে চায় সে আসতে পারে। আমরা কাউকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যারা আসে তাদের একই ধারণা আমরাও পোষন করি। খ্রীস্টানরাও এখানে আসে, অগ্নিপূজারীরাও আসে, ইয়াহুদীরাও আসে। এর মানে এই না যে আমরাও অগ্নিপূজারী হয়ে গেছি। আমরা অগ্নিপূজারী বা বৌদ্ধ হয়ে যাবো শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা এখানে আসে।

অতএব, এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অনেকে আপত্তি করে "এ এসেছে, সে এসেছে" বলে। তারা যেন মনোযোগ দেয় কিভাবে ইসলামের ব্যাপ্তি ঘটেছে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সময় থেকে। তারা সবাই অমুসলিম ছিল। তারা সবাই মুশরিক এবং কাফির ছিল। এমনকি হাযরাত ওমার (রাঃ) তার শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দিয়েছিল এবং বাকী জীবন তার জন্য কান্না করেছিল। একজন মানুষ কি আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর পাশে আসতে পারবে না শুধুমাত্র সে কাফির বলে? তারা এসেছে এবং কি অসাধারণ আগমণ ছিল সেগুলো!

আমাদের মুসলিমদের কিছুটা ভাবা প্রয়োজন। তাদের বুদ্ধি কিছুটা খাটানো প্রয়োজন। তাৎক্ষনিকভাবে সন্দেহ করা ভালো নয়। যেমনটি আমরা বলেছি, সবধরণের মানুষই আসে। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে আমাদের পথ পরিষ্কার। এটি নাবী (সাঃ) এর পথ এবং সবার জন্য তা খোলা। যারা সঠিক পথ খুঁজতে আসে তাদেরকে আমরা তাড়িয়ে দেই না। কিছু নির্দিষ্ট জায়গা আছে যাওয়ার জন্য। পুরো ২৪ ঘন্টাই দেখা হতে পারে না। কিছু অতিবুদ্ধিমান আছে যারা মধ্যরাতে দরজায় কড়া নাড়ে। এটিও ঠিক নয়।

এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। লোকেরা স্বাগতম যখন তারা আদাবের সাথে আসে। আমাদের মাথার উপর সবার জন্যই জায়গা আছে। আমাদের সাথে এমন বলে কিছু নেই যে, "তিনি তোমাকে গ্রহন করবেন না। তুমি যেও না!" আমাদের দরজা খোলা শুধুমাত্র মুসলিম এবং মুমিনের জন্যই নয়, কাফিরের জন্যেও। আমরা যদি তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াতের দরজা বন্ধ করি তাহলে তারা বিচারের দিনে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে।

তোমরা দায়ী হবে যদি তারা বলে, "আমরা সেখানে হিদায়াতের সন্ধানে গিয়েছিলাম, আল্লাহ্‌র পথের খোঁজে গিয়েছিলাম। এই ব্যক্তি আমাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তিনি আমাদের গ্রহণ করেননি আর এজন্যই আজকে আমরা এই অবস্থায় পতিত হয়েছি!" তাই কখনোই এত ব্যস্ত হয়ে যেও না যে এই কাজের কথা ভূলে যাও। যদি ভুলেও যাও, যখন কোন ব্যক্তি এসে তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে তুমি যেটুকু জান তা তাকে বলতে হবে। আর যদি তুমি না জান তাহলে তাদেরকে পথ দেখাতে হবে

এই বলে, "আমি জানি না ভাই কিন্তু ওই মানুষটির কাছে যাও। সে তোমাকে আরও ভালো সাহায্য করতে পারবে।"

এই পথটি এরকম, তাই এটি কোন খেলা নয়। এরকম কোন কথা নেই যে, "এখন আমি চাই আবার এখন আমি চাই না"। আমরা এই পথ ত্যাগ করব না কারণ এইজন বা সেইজন মন খারাপ করেছে। এটি একটি আদেশ। আমরা এই পথে বিরতিহীন চলার নিয়াত করেছি আল্লাহ্‌র জন্য যতদিন আল্লাহ্‌ নির্ধারণ করেছেন, ইনশাল্লাহ , আমাদের জীবনের শেষ পর্যন্ত। আমাদের দরজা সবার জন্য খোলা। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের কাছে ভালো মানুষ পাঠান, যারা হিদায়াতে আসবে (মুসলিম হবে)। আমরা যেন ভালোর সাথে থাকি ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৯ জানুয়ারী ২০১৭/১১ রাবিউল আখির ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।